

## পর্ব ৮-ক, বরিশে 'করোনা'-ধারা

Shamsul Arefin Shakti

April 29, 2020

6 MIN READ

সুতরাং স্প্যানিশ ফ্লু প্লেগ, ডেঙ্গু, করোনা, পঙ্গপাল, ইসরাইলের দাবানল, অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, সুনামি, নান্দনিক নামের সব সাইক্লোন, ভূমিকম্প এমনকি মুসলিমদের অন্তর্কোন্দল, নেতৃত্বহীনতা, কাফির কর্তৃক নির্যাতন এ সবই আল্লাহর গযবের প্রকাশ ও সতর্কবার্তা। পিক-এ দেয়া সহীহ হাদিসটি দেখুন [1]।

প্রথমদিকে আলোচনায় আমরা দেখেছি আযাব আসার এপিসেন্টার হল স্পর্ধা। কাফির স্পর্ধা দেখাবে, স্বাভাবিক। আর মুসলিমরা আমরা আল্লাহকে চিনি, এরপরও স্পর্ধার সীমা অতিক্রম করেছি। কাফিরদের প্রতিটি ভঙ্গি অনুকরণ করেছি। যেমনটা বনী ইসরাঈল করত। আল্লাহর অলৌকিক কুদরত তারা স্বচক্ষে দেখত, লোহিত সাগরের পানি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রাস্তা করে দিয়েছে তারা দেখেছে, সেই রাস্তা ব্যবহার করেছে। তীহ এর ময়দানে ৪০ বছর মেঘ থেকে খাবার পড়েছে, সেটা তারা খেয়েছে। নেতারা মরে গিয়ে আবার জীবিত হয়েছে। এরপরও আল্লাহকে তাঁর প্রাপ্য স্থান দেয়নি। বাছুরের পূজা করেছে। আল্লাহ বলছেন, আমি তোমাদের অভিভাবক, সাহায্য করছি। এরপরও বলেছে, মুসা তুমি আর তোমার রব্ব গিয়ে যুদ্ধ করোগে, আমরা পারব না। আল্লাহ বলছেন, তোমরা বলো 'মাফ চাই'। তারা মুখ বঁকিয়ে শব্দ বদলে বলেছে 'গম চাই'। বলেছে আল্লাহকে নিজ চোখে না দেখে আমরা তাওরাত মানবো না। আল্লাহ দুইবার কাফিরদের (পারসিক ও রোমান) ব্যবহার করে তাদেরকে আযাব দিয়েছেন। রাজ্য দুভাগ হয়ে গেছে। ৭২ দলে দলাদলি করেছে। মিলিয়ে নিন আজ আমাদের সাথে। কাফিরদের আল্লাহ আমাদের উপর প্রবল করেছেন। কতগুলো রাষ্ট্রে কতগুলো দলে উম্মাহ বিভক্ত। কী করেছি আমরা? কী স্পর্ধা দেখালাম যে বনী ইসরাঈলের পরিণতি হচ্ছে আমাদের হুবহু?

## ★ ১ম স্পর্ধা: ধর্মনিরপেক্ষতা/সেকুলারিজম

খুব খারাপ শোনাবে কথাগুলো। দাঁত চেপে শুনবেন, আর নিজের জীবনের সাথে মেলাবেন। কসম আল্লাহর, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে আমাদের জীবন থেকে বের করে দিয়েছি। আল্লাহ বলছেন: লিল্লাহি মূলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব। আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমরা সেকুলার করে ছেড়েছি। আমি সকল পর্যায়ের নেতাকর্মী ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিয়োজিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাদেরকে দাওয়াহর নিয়তে নসীহত করছি। আপনারা তওবা করেন, আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করুন।

'আল্লাহর উপর বিশ্বাস'-এর কোনো জায়গা আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে নেই। কোনো পলিসিতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রাখা হয় না। আল্লাহ এই পলিসিতে কী করতে বলেছেন, তা বলার মত লোক আপনাদের পলিসি লেভেলে থাকেনা।

কাফিরদের সম্ভ্রুতি পেতে, কাফিরদের দেয়া উন্নয়ন সূচকে স্থান পেতে আমরা নারীনীতি করি কাফিরদের মত করে, আল্লাহ ও রাসূলের সেখানে জায়গা নেই।

অসাম্প্রদায়িকতার নামে শিক্ষানীতি করি বিধর্মী-স্তুতি দিয়ে, যা আল্লাহ ও রাসূল থেকে নিয়ে যায় দূরে বহু দূরে। নারীবাদ, মানবতাবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি কুফরকে ধ্রুবসত্য ও আধুনিকতার স্কেল হিসেবে শেখাই আমাদের সন্তানদের।

এমনি করে আইনসভায় আইন করার সময় আল্লাহ ও রসূলের কথার কোনো স্থান নেই। মদ ও পতিতার লাইসেন্স দেবার সময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা নেই।

অর্থব্যবস্থায় 'আল্লাহ যে সুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন' তার কোনো পরওয়া নেই।

পরিবার পরিকল্পনা নামে আমরা একটা মন্ত্রণালয়ই বানিয়ে নিয়েছি যাদের কাজ 'আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করা' (টিউবেকটোমি ও ভ্যাসেকটোমি)।

দণ্ডবিধিতে আল্লাহ ও রাসূলকে রাখিনি। কুরআনে আইন বলে দিয়ে আল্লাহ বলছেন: এটা আল্লাহর নির্ধারণ। যে অস্বীকার করবে, তার জন্য আছে কঠোর শাস্তি [সূরা মুজাদালাহ]। মহারাজাধিরাজ আল্লাহর বেঁধে দেয়া দণ্ডকে 'অমানবিক' বলেছি, 'এ যুগে অচল' বলেছি। এতো বড় সাহস গত ১৪০০ বছর মুসলিমরা কখনও দেখায়নি।

নামেমাত্র যেটুকু 'আল্লাহর উপর বিশ্বাস' রাষ্ট্রনীতিতে কথার-কথা হিসেবে ছিল, নাস্তিক-বাম মুরতাদ বুদ্ধিজীবী আর কাফির প্রতিবেশীকে পাশে পেতে সেটুকুও আমরা খেদিয়েছি। মুখে মুসলিম দাবি করে এতো বড় স্পর্ধা আমাদের। আল্লাহকে বের করে দেয়ার স্পর্ধা। আল্লাহর সিদ্ধান্ত তোয়াক্কা না করার দস্ত আর ঔদ্ধত্য আমাদের। দস্তের সাথে ঘোষণা করছি 'আমরা ধর্মনিরপেক্ষ', মানে রাষ্ট্র চলবে ইউরোপীয় কায়দায়, এখানে আল্লাহর মতামতের মূল্য নেই। এগুলো কাফিরদের মুখে মানায়, একেকজন মুসলিম আমরা এই ঘোষণা দিচ্ছি আজ।

মধ্যযুগে মুসলিম সাম্রাজ্য যখন জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি, আইনের শাসন, নিত্যনতুন ভূখণ্ডে মজলুমের অধিকার প্রতিষ্ঠা, নারীর নিরাপত্তা ও সম্মান ইত্যাদির জন্য পরিবেশ তৈরি করছিল। ঠিক তখন মধ্যযুগে পোপ ও যাজকদের সমর্থিত জমিদার ও রাজতন্ত্র ইউরোপের জনজীবন দুঃসহ করে তুলেছিল। অত্যাচার, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, ধর্মীয় দলাদলি, যুদ্ধ, মানবরচিত খৃষ্টধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রথায় অতিষ্ঠ ইউরোপ মুক্তি চাইল। ইউরোপের দার্শনিকরা জমিদারী ও রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে গণতন্ত্র আর খৃষ্টীয় যাজকতন্ত্রকে উৎখাত করে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করলো। নতুন রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্ম বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থান নেই। দুই অঞ্চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই প্রেক্ষাপট। একদিকে ওহীভিত্তিক শাসনের ফলে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত। আরেকদিকে মানবরচিত ধর্মের কারণে স্বার্থান্বেষী যাজকশ্রেণী সমর্থিত শাসনের ফলে অন্যায় সয়লাব। দুটো দুই জিনিস। আজ ওরা গলা থেকে শেকল খুলে ফেলেছে বলে দেখাদেখি আমাকেও গলা থেকে ফুলের মালা খুলে ফেলতে হল? একটু ভাবার ফুরসত হলো না কী করছি? কাকে দেখাতে গিয়ে কাকে রাগাচ্ছি? কাকে সাথে নিয়ে কার সাথে লাগতেছি?

ইউরোপ তাদের 'এনলাইটেনমেন্ট'-এ এসে আলোকিত হয়েছে। আর আমরা তো আলোকিতই ছিলাম।

১৭০০ সালে ব্রিটিশ আসার আগে আমরা তো বিশ্বে ১ নম্বর অর্থনীতির দেশই ছিলাম, চীনকে টপকে। আজ ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের পর কেন আমরা বনেবাদাড়ে হাগি, বুঝতে এত কষ্ট?

১৭৫৭ সালে পলাশী জয়, আর ১৭৬০ এ শিল্পবিপ্লব। এতো এতো কারখানার পুঁজি কোথা থেকে কোথায় গেল, বুঝতে এতো কষ্ট।

ব্রিটিশের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য কারা গড়ে দিল, কারা তাদের সব যুদ্ধের ব্যয় মেটালো, তাদের যুদ্ধব্যয় মেটাতে গিয়ে ১ম অর্থনীতির দেশটায় ১০০ বছরে ৫২ বার দুর্ভিক্ষে ৫ কোটি লোক কীভাবে মরে গেল না খেয়ে, বুঝতে এত কষ্ট?

ইউরোপের তকতকে পাথরের পথঘাট, ঝলমলে শহর-বন্দর, এতো এতো গবেষণার ফান্ডিং কোথা থেকে গেল?

আমি বলদ এখানে বসে ভাবছি: আয়নারে কত বিজ্ঞান করে উন্নত হয়েছে, কত নারীবাদ করে উন্নত হইসে, হিউম্যানিজম করে উন্নত হইসে। আমরাও এগলা করে মধ্য আয়ের দেশ হব। মুক্তবাজার অর্থনীতি করে উন্নত বিশ্ব একদিন হবোই হবো। অথচ তারা উন্নত হয়েছে নিজেদের বাজার বন্ধ করে, আমাদের শিল্প শেষ করে, শিল্পোন্নত ভারতবর্ষকে কৃষির দেশ বানিয়ে, নারী শ্রমিকদের অর্ধেক বেতন দিয়ে। নীলকুঠির সাহেব দাদনের অত্যাচার করে, মসলিন শিল্পীদের আঙুল কেটে, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে ৫ কোটি লোক না খাইয়ে মেরে এখন এসেছে হিউম্যানিজমের কটকটি নিয়ে। আর তাই কিনতে 'আবাল' বৃদ্ধবণিতা ছুটছি তো ছুটছিই। জাতিসংঘ নামের একটা কাকতালুয়া বানিয়ে পিছন থেকে বাধ্য করছে ওদের এসব আইডিয়া দিয়ে পলিসি বানাতে, যাতে সম্পদের সাপ্লাইটা ইউরোপমুখী থাকে। উপনিবেশ ছাড়লেও আয়টা যেন না ছোটে। গণতন্ত্র নামক লুডুখেলা জিনিস

শিথিয়ে দিয়ে গেছে, যে তাদের মনমত পলিসি করবে না, তাকে যেন বদলে দেয়া যায় পরের দফায়।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন ১৪০০ বছর আগে: 'আমার উম্মত আহলে কিতাবদের (ইহুদী-খৃষ্টান) কদমে কদম অনুসরণ করবে। তারা গোসাপের গর্তে ঢুকলে এরাও সেধোঁবে'। আর বৃটিশ আইন আমাদের আইন, বৃটিশ বিচারব্যবস্থা আমাদের বিচারব্যবস্থা, বৃটিশ এন্ট্রাল-এফএ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, বৃটিশ অর্গানোগ্রাম আমাদের শাসনব্যবস্থা। ওদের গণতন্ত্র আমাদের কেন নিতে হল। ওদের সেক্যুলারিজম কেন নিতে হল। ওদের মিথ্যা উপাস্য মনুষ্যপুত্র যীশুকে ওরা বের করেছে। আমার প্রবল পরাক্রমশালী একক সৃষ্টিকর্তা, সত্ত্বাধিকারী, আল-কাহহার, প্রতিশোধ গ্রহণকারী (আল-যুনতিক্বাম) সর্বশক্তিমান আল্লাহকে আমি কেন বের করে দিলাম আমার সংবিধান থেকে, আমার কোর্ট থেকে, আমার টেক্সটবুক থেকে, আমার অর্থনীতি থেকে, আমার পলিসি থেকে। কোন আক্কেলে, কোন কলিজায়? কে দিল আমাকে এতবড় সাহস? প্রশ্ন করেন নিজেকে। বুক একটুও কাঁপল না মদের লাইসেন্স দেবার সময়। কলিজা একটু কাঁপল না পতিতালয়ের লাইসেন্স, সুদকে বৈধতা দেবার সময়। কার সাথে লাগতে যাচ্ছি? কে সে? "তুমি আমার ক্রোধ সহ্য করতে পারবে না, এরপরও আমার অবাধ্য হচ্ছেো, বান্দা আমার?" (আয়াত)

দেশ পরিচালনায় যারা রয়েছেন, সকলের প্রতি অধমের দিল-চেরা আহ্বান। দুহাত জোড় করছি, আপনারা তওবা করেন। সংসদে তওবা করে দুআ হয়েছে। কিন্তু আসল ভুলটা কোথায়, স্পর্ধাটা কোথায়, সীমা ছাড়িয়েছি কোথায়, তা দেখানোই আমার পোস্টের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয়ভাবে তওবা করুন। সকল পলিসি রিচেক করুন। আল্লাহ-দ্রোহী আইন, পলিসি সব বাদ দিন। ভয় করুন। ঐ আল্লাহকে ভয় করুন যার কাছে অসহায় অবস্থায় খালি হাতে আপনাকে যেতে হবে। তিনি লক্ষবার আপনার জ্যান্ত চামড়া তুলে লক্ষবার নতুন চামড়া দিতে পারেন, প্রতিবার আপনি ছাল-ছিলার স্বাদ অনুভব করবেন। তাঁর ক্রোধকে ভয় করুন। আপনার অফিস, আপনার সংসদ, আপনার গোপন শলাপরামর্শ কিছুই তাঁর আওতা, তাঁর কাউন্টের বাইরে নয়।

লিখতে লিখতে আমার লোম দাঁড়িয়ে গেছে। কেন তাঁর ক্রোধ আমাদের উপর আসবে না, আমাকে বলেন। স্পর্ধার কী বাকি রেখেছি আমরা গত ১০০ বছর?

চলবে ইনশাআল্লাহ

\* \* \*